গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পবিরার কল্যাণ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
আইন-২ শাখা
www.mefwd.gov.bd

গোপনীয়

স্মারকনং-৫৯.০০.০০০০.১২০.৯৯.০০২.২০-১৫৭

তারিখ: ২১ শ্রাবন ১৪২৭ / ০৫ আগস্ট ২০২০

বিষয়ঃ **"বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২০" এর উপর মতামত প্রদান।**

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পবিরার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক **"বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২০"** একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের মতামত প্রয়োজন।

০২। এমতাবস্থায়, বর্ণিত খসড়া আইনের বিষয়ে আগামী ২৬.০৮.২০২০ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া আইনটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে ২৬.০৮.২০২০ পর্যন্ত প্রকাশিত অবস্থায় রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১০ (দশ) পাতা।

০৫/০৮/২০২০

(গৌতম কুমার)
যুগ্মসচিব (আইন)
ফোনঃ ৯৫৪০৯৭৮
ই-মেইলঃgoutom5857@gmail.com

সিস্টেমস্ এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২০

যেহেতু, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৭ নং আইন) দ্বারা দি বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং- ৩২/১৯৮৩) কার্যকারিতা হারাইয়াছে, এবং

যেহেতু, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ প্রদান, নিবন্ধন, শিক্ষা, চিকিৎসা-গবেষণা ও এতদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারীদের যোগ্যতা, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

(১) এই আইন 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২০' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইনের প্রয়োগ সমগ্র বাংলাদেশে হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(১) 'ইউনানী চিকিৎসা' অর্থ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ইউনানী সিস্টেমস অব মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবসট্রেটিকস এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী অফিসিয়াল ফার্মাকোপিয়া বা ফরমুলারী অথবা মনোগ্রাফ/পিডিআর/ইউএসপি/বিপি/আইএনএন/ টিএম/টিসিএম/সিএএম এবং তৎসহ অন্যান্য দেশের ট্রাডিশনাল চিকিৎসাসমূহ (ইয়োগা, নেচারোপ্যাথি, আকুপাংচার, আকুপ্রেশার, মক্সিবাশন ও কাপিং, মেসাজ থেরাপি, দাওয়ায়ে গেযা (ডায়াটো থেরাপি), হারবাল ড্রাগস ইত্যাদি);

(২)'আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা' অর্থ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ইউনানী সিস্টেমস অব মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবসট্রেটিকস এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আয়ুর্বেদিক অফিসিয়াল ফার্মাকোপিয়া বা ফরমুলারী অথবা মনোগ্রাফ/পিডিআর/ইউএসপি/বিপি/আইএনএন/ টিএম/টিসিএম/সিএএম এবং তৎসহ অন্যান্য দেশের ট্রাডিশনাল চিকিৎসা সমূহ (পঞ্চকর্ম, ইয়োগা, সিদ্ধা, নেচারোপ্যাথি, আকুপাংচার, আকুপ্রেশার, মক্সিবাশন ও কাপিং, মেসাজ থেরাপী, ডায়াটো থেরাপী, হারবাল ড্রাগস ইত্যাদি);

(৩)'বিইউএমএস' অর্থ ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারী এবং 'বিএএমএস' অর্থ ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী;

(৪) 'ডিইউএমএস' অর্থ ডিপ্লোমা ইন ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারী এবং 'ডিএএমএস' অর্থ ডিপ্লোমা ইন আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী;

(৫) 'গবেষণা' বলিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ, ভেষজ, ঔষধি উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা বুঝাইবে;

(৬) 'শিক্ষক' বলিতে কাউন্সিল নিবন্ধিত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(৭) "ডিপ্লোমা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ" বলিতে সরকার এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ডিপ্লোমা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং 'কলেজ' বলিতে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ বুঝাইবে ;

(৮) 'বেসরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ' বলিতে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি পর্যায়ের অন্য কোন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজকে বুঝাইবে;

(৯) 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলিতে স্বীকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে;

(১০) 'বোর্ড' বলিতে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডকে বুঝাইবে;

(১১) 'হাসপাতাল' বলিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত কোন হাসপাতাল বা এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির চিকিৎসা সেবা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে;

(১২) 'কাউন্সিল' বলিতে এই আইনের ধারা ২০(১) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিইউএএমসি) বুঝাইবে;

(১৩) 'নিবন্ধিত চিকিৎসক' বলিতে একজন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক যিনি কাউন্সিল হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সনদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহার নাম বর্তমানে নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;

(১৪) 'নিবন্ধন' বলিতে এই আইনের অধীন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকে বুঝাইবে;

(১৫) 'রেজিস্ট্রার' বলিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) ও কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক)কে বুঝাইবে;

(১৬) 'রেজিস্টার' বলিতে নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের নিবন্ধন বহি বুঝাইবে;

(১৭) 'চেয়ারম্যান' বলিতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান বুঝাইবে;

(১৮) 'প্রেসিডেন্ট' বলিতে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিইউএএমসি) কর্তৃক কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলের 'প্রেসিডেন্ট' বুঝাইবে;

(১৯) 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট' বলিতে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিইউএএমসি) কর্তৃক কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলের 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট' বুঝাইবে;

(২০) 'সদস্য' বলিতে আইনের ধারা ৫ এ উল্লিখিত নিযুক্ত বা নির্বাচিত বা মনোনীত বোর্ডের সদস্য এবং এই আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী নিযুক্ত বা নির্বাচিত বা মনোনীত কাউন্সিলের সদস্যদের বুঝাইবে;

(২১) 'ডাক্তার' অর্থ এই আইনের অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে বুঝাইবে;

(২২) 'নির্দেশনা' বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মনীতি বা বিধি ও প্রবিধি দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহকে বুঝাইবে;

(২৩) 'স্বীকৃতি' বলিতে এই আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত স্বীকৃতিকে বুঝাইবে;

(২৪) 'অনুমোদিত' বলিতে এই আইনের অধীন এবং প্রণীত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা অনুমোদিত বুঝাইবে;

(২৫) 'সরকার' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে;

(২৬) 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক রিসার্চ কাউন্সিল' বলিতে এই আইনের ধারা ৬২ এর অধীনে গঠনযোগ্য "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক রিসার্চ কাউন্সিল (বিইউএআরসি)" বুঝাইবে;

(২৭) 'কর্মচারী' বলিতে সরকার, বোর্ড, কাউন্সিল এবং রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুঝাইবে;

(২৮) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত 'বিধি';

(২৯) 'প্রবিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত 'প্রবিধি'

(৩০) 'পিজিডি' অর্থ পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা

(৩১) 'এমডি' অর্থ ডক্টরস্ অব মেডিসিন

(৩২) 'এমফিল' অর্থ মাস্টার্স অব ফিলোসফি

(৩৩) 'পিএইচডি' অর্থ ডক্টর অব ফিলোসফি

(৩৪) 'এমপিএইচ' অর্থ মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ

(৩৫) 'এমএইচই' অর্থ মাস্টার্স অব হেলথ ইকোনোমিক্স

(৩৬) টিএম/টিসিএম/সিএএম অর্থ ট্রাডিশনাল মেডিসিন/ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন/কমপ্লিমেন্টারি এন্ড অলটারনেটিভ মেডিসিন;

(৩৭) 'হারবাল' অর্থ ইউনানী, আয়ুর্বেদিক মেডিসিনে ব্যবহৃত সক্রিয় ভেষজ অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা সংজ্ঞায়িত অনুমোদন প্রাপ্ত কোন বিজ্ঞান সম্মত পণ্য (ড্রাগ, ঔষধ, প্রসাধনী, নির্যাস, কসমেটিক, সম্পূরক খাদ্য ইত্যাদি) যা সরাসরি এক বা একাধিক ভেষজ ঔষধি উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত।

৩। আইনের প্রাধান্যঃ

আপাতত বলবৎ অন্য যে কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড

৪। বোর্ড প্রতিষ্ঠাঃ

(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ডিইউএমএস চিকিৎসকদের জন্য বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা সংক্ষেপে 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড (বিইউএবি)' নামে পরিচিত হইবে।

(২) উক্ত বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহাতে স্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সিল থাকিবে, এবং সরকারের অনুমতিক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কথিত নাম দ্বারা মামলা করিতে পারিবে ও ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(৩) বোর্ড গঠন, পরিচালনা বা বোর্ডের কোন কর্মচারী কর্তৃক বিধি মোতাবেক গৃহীত কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইয়া মামলা বা অভিযোগ দাখিল করিতে চাহিলে তাহা বোর্ড যেখানে স্থাপিত সেখানে বা তদসংলগ্ন আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

(৪) এইরূপ মামলার কারণে এই বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হইবে না।

৫। বোর্ড গঠনঃ

এই বোর্ড নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ

(১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ০১ (এক) জন ব্যক্তি, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন;

(২) বোর্ড সদস্য হিসেবে নির্বাচিত/মনোনীতদের মধ্য হইতে ০৩ (তিন) জন সদস্যকে সরাসরি নির্বাচন বা ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা যাইবে; এবং চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে বা তাঁহার অসুস্থতা বা অনুপস্থিতিতে সাময়িক সময়ের জন্য প্যানেল চেয়াম্যানের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতম ০১ (এক) জন চেয়ারম্যানের রুটিন দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে উক্ত বিভাগের অন্তর্গত বোর্ড স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজসমূহে কর্মরত নির্বাচিত ১(এক) জন শিক্ষক, সদস্য;

(৪) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে হালনাগাদ নিবন্ধিত ও তালিকাভূক্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ০১ (এক) জন করিয়া চিকিৎসক, সদস্য;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ২ (দুই) জন মহিলা, সদস্য;

(৬) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, সদস্য;

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, সদস্য;

(৮) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ০১ (এক) জন পরিচালক, সদস্য;

(৯) সরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যক্ষ, সদস্য এবং

(১০) বোর্ডের রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) পদাধিকার বলে বোর্ডের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

৬। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মেয়াদঃ

(১) বোর্ডের মেয়াদ হইবে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বছর; এই আইনের অধীন ও এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বোর্ডের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্ব- স্ব পদে দায়িত্ব পালন অথবা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণ যতক্ষণ না যথাযথভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হন, ততক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন;

(২) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্বাচিত কোন সদস্যের পদটি শূন্য হিসাবে বিবেচিত হইবে যদি তিনি কোন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে না থাকেন;

(৩) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্বাচিত কোন সদস্যের পদটি শূন্য হিসেবে বিবেচিত হইবে যদি তাঁহার চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধন কোন কারণে বাতিল হইয়া যায়;

(৪) এই বোর্ডে সাময়িক শূন্যতা প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন বা মনোয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে, এবং উক্ত শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তি যে সদস্যের স্থলে তিনি নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়াছেন তাহার মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাঁহার পদে আসীন থাকিবেন;

(৫) কোন সদস্য বা সদস্যগণের ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁহার বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণকে নির্বাচিত বা মনোনীত হইতে হইবে। তবে, এইভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য বা সদস্যগণ কথিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ব-স্ব পদে আসীন হইতে পারিবেন না।

৭। বোর্ড রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

(১) তিনি বোর্ডের নির্বাহী প্রধান ও সচিব হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন;

(২) বোর্ডের যে কোন সাধারণ বা নির্দিষ্ট আদেশ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার শিক্ষার্থী রেজিস্টার বা তালিকা সংরক্ষণ করিবেন এবং বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকিবেন;

(৩) ধারা ১৫তে উল্লিখিত বোর্ডের সকল কার্যাবলি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও কাজের তদারকি করিবেন;

(৪) সরকার ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাননিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করিবেন;

(৫) বোর্ডের কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন, তদারকি ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করিবেন এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(৬) বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক বা পরিদর্শন বা তদন্ত কমিটি কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(৭) সরকার এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজিস্ট্রার কোন সংগঠন/সংস্থা/ট্রাস্ট/প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিবেন এবং তিনি ইহার নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৮) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বোর্ডের গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করিবেন;

৮। নাম, ইত্যাদির প্রকাশনাঃ

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নাম প্রকাশ করিবে।

৯। কোন শূন্যতা বা ত্রুটি বোর্ডের কার্যক্রমকে অকার্যকর করিবে নাঃ

শুধুমাত্র কোন শূন্যতা বা বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় কিংবা পরিচালনাজনিত কোন ত্রুটির যুক্তিতে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যক্রম অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হইবে না;

১০। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ হইতে পদত্যাগঃ

সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কোন সদস্য চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সরকার বা চেয়ারম্যান কর্তৃক এইরূপ পদত্যাগ পত্র গ্রহণের তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে;

১১। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সদস্যগণকে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাঃ

ধারা ৫ এ উল্লিখিত সদস্যগণ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে দিয়া উক্ত পদটি বা পদগুলি সরকার পূরণ করিবে; এবং এই ক্ষেত্রে এইভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তবে এইরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত উক্ত বোর্ডের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর।

১২| পদ শূন্যতার ঘোষণাঃ

যদি কোন সদস্য-

(১) মৃত্যুবরণ করেন; বা

(২) বোর্ডের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া পর পর ০৩ (তিন)টি সাধারণ সভায় নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন; বা

(৩) ধারা ১৩ এ উল্লেখিত অযোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি কারণে অযোগ্য হইয়া পড়েন; তাহা হইলে বোর্ড তাহার পদকে শূন্য ঘোষণা করিবে।

১৩। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অযোগ্যতাঃ

কোন ব্যক্তিই এই বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি তিনি-

(১) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(২) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন না হন;

(৩) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া হন;

(৪) সরকারকে আয়কর প্রদানকারী না হন এবং শারীরিক ভাবে অসমর্থ হন;

(৫) আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বলিয়া বিবেচিত হন;

(৬) যদি কোন সময় এমন কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং শাস্তি প্রাপ্ত হন যাহা সরকারের বিবেচনায় নৈতিকস্খলন বলিয়া বিবেচিত;

(৭) অনৈতিক আচার-আচরণ বা নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাকরি হইতে বরখাস্ত হন।

১৪। বোর্ডের উপর নিয়ন্ত্রণঃ

(ক) বোর্ড কর্তৃক যদি এমন কিছু করা হয় বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যাহা এই আইনের বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা যে কোনভাবে উহা জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া সরকারের ধারণা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সরকার নির্বাহী আদেশ দ্বারা:

(১) কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(২) উক্ত বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত বা আদেশ স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে; বা

(৩) প্রস্তাবিত যে কোন কাজ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে; বা

(৪) নির্ধারিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত রাখিবার জন্য বোর্ডকে বাধ্য করিতে পারিবে।

১৫। বোর্ডের কার্যাবলিঃ

(১) আইনের অধীন প্রণীত বিধি অথবা প্রবিধির আলোকে ডিইউএমএস/ডিএএমএস (ডিপ্লোমা-ইন-ইউনানী/ডিপ্লোমা-ইন-আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী) ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা শিক্ষা দিতেছে বা দিতে ইচ্ছুক এমন চিকিৎসা শিক্ষা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য আবেদন বিবেচনা করা;

(২) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত মান ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ তদারকি ও পরিদর্শন করিবে, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত কোর্সে পাঠদান ও সঠিক সময়ে পরীক্ষার আয়োজন এবং বোর্ড নিয়োগকৃত পরিদর্শকদের মাধ্যমে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের তদারকি করা;

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি নিয়োগ বা গঠন করা;

(৪) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক একাডেমিক শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ এবং এই পেশার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মান উন্নত করা;

(৫) বোর্ডের অধীনস্থ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার উপর পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

(৬) নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিকগণের মান উন্নত করার জন্য সময়ে সময়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পাশের পর উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা;

(৭) এই আইনের অধীন বোর্ডের সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষার আয়োজন এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার বিধিমালার আলোকে উত্তীর্ণদের মাঝে ডিপ্লোমা বা অন্য কোন কোর্সের সনদ প্রদান করা;

(৮) বোর্ডের অধীনস্থ স্বীকৃত ও প্রবিধানাবলি অনুযায়ী যোগ্য ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিবন্ধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; নিয়োগকৃত ও অনুমোদিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(৯) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(১০) বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিকে আগতদের পেশাগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা;

(১১) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বিষয়ের উপর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বিশেষ সংখ্যার পত্রিকা, জার্নাল, বুলেটিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশ করা;

(১২) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ও যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, পুরস্কার ও মেডেল প্রদান করা এবং বাংলাদেশে বা বিদেশে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বিষয়ে গবেষণা বা বিশেষ পড়ালেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১৩) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনাসমূহ তদারকি করা;

(১৪) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিপ্লোমা মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও দাতব্য ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসহ প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বোর্ড বা সরকার নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে বরাদ্দ মঞ্জুর করা;

(১৫) বোর্ড স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন ও সনদ প্রদান করা;

(১৬) সরকার অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা;

(১৭) সরকার অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে বোর্ড স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার জন্য ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও অনুমোদন করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে উহা বাতিল করা;

(১৮) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষায় গবেষণা বা বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তন করাসহ তদুদ্দেশ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বিষয়ক গবেষণার অনুমোদন, আর্থিক অনুদান, বৃত্তি প্রদান, স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকাশনা করা;

(১৯) বোর্ডের সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ করা;

১৬। আপিলঃ

যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন উপযুক্ত ডিপ্লোমা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি বা নবায়ন বা নিবন্ধন প্রদানে বোর্ডের অসম্মতির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বোর্ডের আদেশ অবগত হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

১৭। বোর্ড সভাঃ

(১) বোর্ডের সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে ০১ (এক) বার উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম প্যানেল চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ড সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) অর্ধেকের বেশি সংখ্যক সদস্যগণের উপস্থিতিতে বোর্ড সভায় কোরাম পূর্ণ হইবে।

১৮। বোর্ডের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার ও কর্মচারীগণের মর্যাদা এবং তাদের চাকরির শর্তাবলিঃ

বোর্ডে ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন রেজিস্ট্রার, ০১ (এক) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও ০১ (এক) জন সহকারী রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা যাইবে এবং তাদের চাকরি ও শর্তাবলি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। বোর্ডের কমিটি স্থগিত ও বাতিলঃ

(১) যদি কোন সময় সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বোর্ড এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন ক্ষমতা চর্চা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বা উহা অতিক্রম করিয়াছে বা অপব্যবহার করিয়াছে, অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে এবং সরকারের নিকট যদি আরো প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ ব্যর্থতা, অতিক্রম বা অপব্যবহারের প্রতিকার করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সরকার এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া বোর্ডকে নোটিশ প্রদান করিবে। এই ব্যাপারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি বোর্ড এইরূপ ব্যর্থতা, অতিক্রম বা অপব্যবহারের প্রতিকার বিধান করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া সরকার উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অনুর্ধ্ব নববই দিনের জন্য বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যকে বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর ব্যবস্থা গ্রহণের পর :-

(ক) বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে আসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা চেয়ারম্যানসহ বোর্ডের সকল সদস্য পদচ্যুত হইবেন; এবং

(খ) বরখাস্তকালীন বোর্ডের সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলি, এই উপলক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ চর্চা ও পরিচালনা করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
কাউন্সিল গঠন ও কার্যাবলি

২০। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাঃ

(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রত সম্ভব, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসকদের নিবন্ধনের জন্য একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিইউএএমসি)" নামে পরিচিত হইবে;

(২) উক্ত কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহাতে স্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সিল থাকিবে, এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, বিক্রয় ও চুক্তি করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কথিত নাম দ্বারা মামলা করিতে পারিবে ও ইহার বিরূদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(৩) কাউন্সিল গঠন, পরিচালনা বা কাউন্সিলের কোন কর্মচারী কর্তৃক বিধি মোতাবেক গৃহীত কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইয়া মামলা বা অভিযোগ দাখিল করিতে চাহিলে তাহা কাউন্সিল যেখানে স্থাপিত সেখানে বা তদসংলগ্ন আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

(৪) এইরূপ মামলার কারণে এই কাউন্সিলর দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হইবে না।

২১। কাউন্সিল গঠনঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে; যথাঃ

(১) জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ০৩ (তিন) জন সংসদ-সদস্য, সদস্য;

(২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(৪) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(৫) ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(৬) ডীন, মেডিসিন অনুষদ বা অল্টারনেটিভ মেডিসিন অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(৭) ডীন, মেডিসিন অনুষদ বা অল্টারনেটিভ মেডিসিন অনুষদ, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য হইতে সরকার মনোনীত ০১ (এক) জন, সদস্য;

(৮) যুগ্মসচিব, চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(৯) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড (পদাধিকার বলে), সদস্য;

(১০) অধ্যক্ষ, সরকারি পর্যায়ে স্থাপিত এবং স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের মধ্য থেকে ১ (এক) জন সরকার কর্তৃক মনোনীত, সদস্য;

(১১) অধ্যক্ষ, বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ও স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের মধ্য থেকে ১ (এক) জন সরকার কর্তৃক মনোনীত, সদস্য;

(১২) সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজের সহকারী অধ্যাপক পদের নিম্নে নয় এমন একজন শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য, সদস্য;

(১৩) বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ও স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষক প্রতিনিধি; যিনি সহকারী অধ্যাপক বা ৫ (পাঁচ) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতার নিচে নয় এমন ব্যক্তি, সদস্য;

(১৪) নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক গ্র্যাজুয়েটদের পেশাজীবী সংগঠনের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৩ (তিন) জন, সদস্য;

(১৫) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন, সদস্য;

(১৬) নিবন্ধনকৃত ডিইউএমএস/ডিএএমএস চিকিৎসকগণের মধ্য হতে নির্বাচিত ০১ (এক)জন, সদস্য;

(১৭) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কাউন্সিল (পদাধিকার বলে) কাউন্সিলের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের সভা:

(i) (১) কাউন্সিলের সদসগণ নিজেদের মধ্য হইতে কাউন্সিলের ০১ (এক) জন প্রেসিডেন্ট ও ০১ (এক) জন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবে, তবে তাঁহারা রাষ্ট্রের কোন সাংবিধানিক কোন পদে বহাল থাকিলে বা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কোন পদে নির্বাচিত হইয়া থাকিলে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করিতে পারিবেন না।

(২) কোন সদস্য একই সাথে একই মেয়াদকালে একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(৩) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পর পর ০২ (দুই) বারের বেশি একাদিক্রমে উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না;

(৪) শুধুমাত্র কোন পদ শূন্যতার হেতুতে বা গঠনতন্ত্রের ত্রুটিজনিত কারণে কাউন্সিলের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা কাজ বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ii) **কাউন্সিলের সভাঃ**

(১) কাউন্সিলের সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে ০১ (এক) বার উহার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কাউন্সিল সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) অর্ধেকের বেশি সংখ্যক সদস্যগণের উপস্থিতিতে কাউন্সিল সভায় কোরাম পূর্ণ হইবে।

২৩। কাউন্সিলের কার্যাবলিঃ

(১) এই আইনের অধীনে উপযুক্ত ডিপ্লোমা (ডিইউএমএস/ডিএএমএস), মেডিকেল স্নাতক (বিইউএমএস/বিএএমএস), স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চিকিৎসকদের চিকিৎসক রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) এর ব্যবস্থা করা;

(২) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা বা বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তন করাসহ তদুদ্দেশ্যে রিসার্চ সেন্টার এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বিষয়ক রিসার্চের অনুমোদন, আর্থিক অনুদান, বৃত্তি প্রদান, স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকাশনা করা;

(৩) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল জার্নাল, সাময়িকী, চিকিৎসা গাইডলাইন, ম্যানুয়েল ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা এবং স্বীকৃত অন্যান্য ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানের জার্নালের অনুমোদন প্রদান;

(৪) স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতার পর্যাপ্ত মান নিশ্চিত করা, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক একাডেমিক শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই পেশার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের ব্যবস্থা করা;

(৫) এই আইনের অধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক, ক্লিনিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল এবং গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকি এবং তার নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত রাখা।

(৬) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স কারিকুলাম, সিলেবাস প্রণয়ন, সেন্ট্রাল রিসার্চ কাউন্সিল, ইত্যাদি সমূহের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৭) অন্য কোন স্বীকৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিকিৎসক এবং মেডিকেল কোর্স সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৮) দেশী-বিদেশী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অন্যান্য কোর্স বা ডিগ্রি স্বীকৃতি প্রদান।

(৯) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক সমমানের চিকিৎসা পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের অসাধু প্র্যাকটিস এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) এই আইনের ও ইহার অধীনে গঠিত বোর্ড ও কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত রেগুলেশন, কোড অব ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক এথিক্স ও বিধিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকারের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় সময়ে সময়ে মোবাইল কোর্ট, ভিজিলেন্স টিম কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

২৪। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যগণের পদের মেয়াদঃ

(১) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট অনধিক ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) পদাধিকার বলে সদস্যগণ ব্যতীত মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য এবং তাহার মনোনয়ন বা নির্বাচনের তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য অথবা তাহার উত্তরসূরী নির্বাচিত বা মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) কাউন্সিলের কোন সদস্য যেকোন সময় প্রেসিডেন্ট সমীপে লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) সাময়িকভাবে শূন্যপদ বিধিমতে অবস্থার প্রেক্ষিতে মনোনয়ন বা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে এবং উক্ত মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার পূর্বসূরীর বাকী মেয়াদের জন্য উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন।

২৫। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যপদ হইতে পদত্যাগঃ

সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কোন সদস্য প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সরকার বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এইরূপ পদত্যাগ পত্র গ্রহণের তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে;

২৬। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাউন্সিল সদস্যগণকে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাঃ

সদস্যগণ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে দিয়া উক্ত পদটি বা পদগুলি সরকার পূরণ করিবে; এবং এই ক্ষেত্রে এইভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তবে এইরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত উক্ত বোর্ড এবং কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর।

২৭। পদ শূন্যতার ঘোষণাঃ

যদি কোন সদস্য-

(১) মৃত্যুবরণ করেন; বা

(২) কাউন্সিলের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া উক্ত কাউন্সিলের পর পর ৩ (তিন)টি সাধারণ সভায় নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন; বা

(৩) ধারা ২৮ এ উল্লেখিত অযোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি কারণে অযোগ্য হইয়া পড়েন; তাহা হইলে কাউন্সিল তাহার পদকে শূন্য ঘোষণা করিবে।

২৮। কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণের অযোগ্যতাঃ

কোন ব্যক্তিই এই কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বা সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি তিনি:-

(১) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(২) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন না হন;

(৩) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া হন;

(৪) সরকারকে আয়কর প্রদানকারী না হন এবং শারীরিকভাবে অসমর্থ হন;

(৫) আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বলিয়া বিবেচিত হন;

(৬) যদি কোন সময় এমন কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং শাস্তি প্রাপ্ত হন যাহা সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্খলনজনিত বলিয়া বিবেচিত;

(৭) অনৈতিক আচার-আচরণ বা নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাকরি হইতে বরখাস্ত হন।

২৯। কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

(১) রেজিস্ট্রার কাউন্সিলের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন;

(২) কাউন্সিলের যে কোন সাধারণ বা নির্দিষ্ট আদেশ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব হইবে রেজিস্ট্রার ও তালিকা রক্ষা করা এবং কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকিবেন;

(৩) উক্ত রেজিস্ট্রার ও তালিকায় এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত প্রত্যেক চিকিৎসকের নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং প্রত্যেকের যোগ্যতা যেই তারিখে অর্জিত হইয়াছে উহা লিপিবদ্ধ রাখিবেন;

(৪) রেজিস্ট্রার উক্ত রেজিস্টার বা তালিকাকে সঠিক ও হালনাগাদ রাখিবেন এবং সময় সময় চিকিৎসকের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং যোগ্যতার যাচাই-বাছাই ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবেন, এবং যেই চিকিৎসক বা শিক্ষক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা এই আইনের অধীন যাহার নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম সেই স্থান হইতে বাদ দিবেন;

(৫) ধারা ৩২ (১) এর অধীন রেজিস্টারে পুনঃঅন্তর্ভুক্তির জন্য অথবা রেজিস্টারে যে কোন পরিবর্তনের জন্য নিয়মানুযায়ী কাউন্সিল যে কোন ফি আরোপ করিতে পারিবেন;

(৬) রেজিস্ট্রার যদি কোন কারণে বিশ্বাস করেন যে, কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক তাহাকে না জানাইয়া চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বা তাহার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা হইলে তদন্তপূর্বক সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উক্ত চিকিৎসকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার উক্ত চিকিৎসকের নাম রেজিস্টার বা তালিকায় নাম কর্তন বা অন্তভুর্ক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;

(৭) ধারা ২৩ এর সকল কার্যাবলি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও কাজের তদারকি করিবেন;

(৮) ধারা ৩৫ এর সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা বা বিধি বিধানের পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য রেজিস্ট্রার কোন নিবন্ধিত চিকিৎসকের নিবন্ধন সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা নিবেন এবং পরবর্তীতে কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন; তবে, অভিযুক্ত চিকিৎসকের নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য জানিতে চাহিয়া রেজিস্ট্রার সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

৩০। রেজিস্টার ইত্যাদি হইতে অপসারণঃ

কোন চিকিৎসক কৃত অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন অথবা যিনি তদন্তের পর দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, কাউন্সিল তাহার নাম রেজিস্টার বা তালিকা হইতে অপসারণের আদেশ দিতে পারে, যদি তাহার অপরাধ বা অসদাচরণ কাউন্সিলের মতে নৈতিকস্খলন প্রকাশ করে-যাহা তাহার পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কাউন্সিল কর্তৃক কোন ব্যবস্থাই নেওয়া যাইবে না যদি উক্ত চিকিৎসক যেই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন বা দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন তাহাকে সেই বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য যৌক্তিক সুযোগ বা সময় না দেয়া হয়।

৩১। কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার ও কর্মচারী নিয়োগঃ

কাউন্সিলে ০১ (এক) জন রেজিস্ট্রার, ০১ (এক) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও ০১ (এক) জন সহকারী রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা যাইবে এবং তাদের চাকরি ও শর্তাবলি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩২। তালিকা প্রকাশনাঃ

(১) রেজিস্ট্রার ৫(পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তক্রমে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসকদের নাম ও ঠিকানা এবং যেই তারিখে উক্ত যোগ্যতা অর্জিত হইয়াছে সেই তারিখসহ সঠিক সর্বশেষ নিবন্ধিত চিকিৎসকদের তালিকা কাউন্সিল কর্তৃক একটি বহিতে প্রকাশ করিবেন; এই ক্ষেত্রে যদি কেউ বাদ পড়িয়া থাকেন বা নবায়ন বা নিবন্ধনযোগ্য হইয়া থাকেন তাহাদেরকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকিবে; তালিকা প্রকাশের পূর্বে কমপক্ষে ১(এক) মাস সময় দিয়া জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে;

(২) যে চিকিৎসকের নাম এইরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তিনি একজন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত চিকিৎসক, এবং যে চিকিৎসক যাহার নাম এইরূপ বহিতে অন্তর্ভুক্ত বা তালিকাভুক্ত হয়নি তিনি তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধিত চিকিৎসক নহেন।

৩৩। জরুরি কাগজপত্র এবং নিবন্ধনবহি বা রেজিস্টার বহিসমূহ সরকারি দলিল হিসাবে গণ্য হইবেঃ

কাউন্সিল ও এতদসংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সকল কার্যবিবরণী এবং তৎসহ এর অধীন সৃষ্ট নথিসহ এতদসংশ্লিষ্ট নথিসমূহ, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর অধীন সরকারি দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
চিকিৎসকদের নিবন্ধন, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার

৩৪। নিবন্ধন প্রক্রিয়াঃ

(১) এই আইনের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলি মোতাবেক ও ফি পরিশোধ করিয়া নির্দিষ্ট ফরমে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ৪৯ এর (১), (২) অধীন অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর ইন্টার্নশীপ সমাপনান্তে ডিইউএমএস/ডিএএমএস বা মেডিকেল স্নাতক/স্নাতকোত্তর মূল বা সাময়িক সনদপত্র প্রাপ্তির পর ধারা ৩৪ (১) ধারার অধীন কাউন্সিলে আবেদন গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন গৃহীত আবেদনসমূহ কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার বা সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই শেষে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পেশাদারিত্ব দক্ষতার ব্যাপারে উপযুক্ত মনে করিলে অথবা প্রয়োজনে তদন্ত পরিচালনা করিয়া এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধানের আলোকে যোগ্য প্রার্থীর নাম রেজিস্টার বহিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং তাকে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক নিয়মনীতি অনুযায়ী চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্র্যাক্টিশনার্স সনদ প্রদান করা হইবে যা প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর নবায়ন যোগ্য।

৩৫। চিকিৎসকদের নিবন্ধনঃ

(১) বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত ডিইউএমএস/ডিএএমএস চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সের যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় পাশ করা যেকোন ব্যক্তি ধারা ৩৪ এর অধীন কাউন্সিলে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) সরকার স্বীকৃত সরকারি এবং বেসরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত মেডিকেল স্নাতক (বিইউএমএস/বিএএমএস) বা স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সের যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় পাশ করা যে কোন ব্যক্তি ধারা ৩৪ এর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গঠন ও অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নীতিমালার আলোকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাইবে। এই প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত বিইউএমএস/বিএএমএস চিকিৎসকদের চিকিৎসক নিবন্ধন সনদ বৈধ ও স্বীকৃত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(৪) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৬ নং আইন) এর অধীনে চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধিত এবং এই আইনের ধারা ৫০ এর অধীন অনুষ্ঠিত পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন ব্যক্তি ধারা ৩৪ ও ৩৫ এর অধীন আবেদন করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের পূর্ববর্তী চিকিৎসক রেজিষ্ট্রেশন (যদি থাকে) উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করিতে হইবে।

(৫) বাংলাদেশের বাহিরে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রে অর্জিত ডিপ্লোমা বা গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিধারীগণ কাউন্সিলে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হইলে কাউন্সিল তাহাকে নিবন্ধন প্রদান করিবে।

(৬) কোন বিদেশী রেজিস্টার্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ও নাগরিক বাংলাদেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে চাহিলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করিয়া কাউন্সিলের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্র্যাক্টিশনার্স সনদ গ্রহণকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণকে নবগঠিত কাউন্সিল হইতে নতুনভাবে প্র্যাক্টিশনার্স সনদ প্রদান করা হইবে।

৩৬। আপিলঃ

কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিকে উপযুক্ত ডিগ্রি গ্রহণকারী ব্যক্তির নিবন্ধন প্রদানে কাউন্সিলের অসম্মতির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কাউন্সিলের আদেশ অবগত হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সাধারণ নিয়মাবলি

৩৭। নিবন্ধিত চিকিৎসকদের অধিকারঃ

প্রত্যেক নিবন্ধিত ও ধারা ৩২ এর অধীন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসক ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন যথানিয়মে ও প্রণীত বিধিমালার আলোকে নিম্নোক্ত অধিকার ভোগ করিবেন; যথাঃ-

(১) যে কোন সরকারি বা আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি, ইনফার্মারিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ পাওয়ার অধিকারী হইবেন;

(২) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা নীতিমালার আচরণবিধির আলোকে রোগীদের চিকিৎসা করিবার অধিকারী হইবেন এবং তাহার অধীনে চিকিৎসাধীন রোগীদেরকে চিকিৎসা সনদ (মেডিকেল সার্টিফিকেট) প্রদান করিতে পারিবেন;

তিনি যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর প্রয়োজনীয় এমন বিষয় (ক্লিনিক্যাল ও বেসিক বিষয়সমূহে) যেমন আল্ট্রাসনোগ্রাম, রেডিওলজি ও ইমেজিং, এমপিএইচ, এমএইচইসহ অন্য যেকোন আলাদা ডিগ্রি অর্জন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন;

(৩) কোন নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা শিক্ষক এই আইনের পরিপন্থি কোন সুনির্দিষ্ট অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৩৮। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের সংক্ষিপ্ত নৈতিকতা বা আচরণ বিধি (কোড অব ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক এথিক্স):

(১) একজন নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য নৈতিকতা বা আচরণ নীতিমালা (কোড অব ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক এথিক্স) মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) একজন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক নামের পাশে বা সাইন বোর্ডে বা প্যাডে বোর্ড বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি ব্যবহার ও লিখিতে পারিবেন, যাহা তিনি যথানিয়মে অর্জন করিয়াছেন।

(৩) একজন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক কোন অবস্থাতেই অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতির ঔষধ রোগীকে সেবন বা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন না।

(৪) তিনি রোগীকে ঔষধের নাম, পটেন্সি ও শক্তি উল্লেখপূর্বক অবশ্যই প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) একজন চিকিৎসক কোন অবস্থাতেই রোগীকে আকৃষ্ট করে এমন কোন বিষয়ক বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

(৬) একজন চিকিৎসক তাহার চেম্বারে কেবলমাত্র রোগীকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক নিয়মনীতির আলোকে প্রণীত ও অনুমোদিত বিদেশী অথবা বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত ও সরকার অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক এবং বায়োকেমিক ঔষধ সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও রোগীকে বিতরণ করিতে পারিবেন এবং নির্ধারিত ফি গ্রহণ করতে পারিবেন।

৩৯। ঠিকানা পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণঃ

প্রত্যেক নিবন্ধিত চিকিৎসক ও শিক্ষক তাহার স্থায়ী ঠিকানায় কোন পরিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিবেন;

৪০। নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত চিকিৎসক/শিক্ষকের মৃত্যুঃ

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত চিকিৎসকের মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া মাত্র মৃত্যু সংবাদ নিবন্ধনের জন্য মৃত ব্যক্তির উত্তরসূরী বা নিকট আত্মীয় উপযুক্ত প্রমাণসহ তাৎক্ষণিকভাবে ডাকযোগে কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের নিকট মৃত্যুর সময় ও স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া তথ্য প্রেরণ করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

৪১। মিথ্যা উপাধি, বর্ণনা, ইত্যাদি ব্যবহারের শাস্তিঃ

এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাব, মঞ্জুর বা অনুমোদন বা ইস্যুকৃত নয় বা এইরূপ ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সনদ প্রস্তাব, মঞ্জুর বা ইস্যু করিবার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতাবান কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাব মঞ্জুর বা ইস্যু করা হয়নি এমন কোন ডিগ্রি বা উপাধি কোন ব্যক্তি যদি তার নামের সহিত সংযুক্ত করে এমন ইঙ্গিত দেয় বা বিশ্বাস করায় যে তিনি উক্তরূপ ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সনদ ধারন করিয়াছেন বা কোন ব্যক্তি বা চিকিৎসক যদি তাহার নামের পাশে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত কোন কোর্সের নাম ডিগ্রি বা উপাধি ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড অথবা নগদ ০১ (এক) লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৪২। কতিপয় অপরাধ ও দন্ডঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৩৪ ও ধারা ৩৫ এর অধীন নিবন্ধিত অথবা ধারা ৩২ এর অধীন যথাক্রমে রেজিস্ট্রিকৃত ও তালিকাভুক্ত কোন চিকিৎসক বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়াতে অন্তর্ভুক্ত, বর্ণিত ও সরকার অনুমোদিত ঔষধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ঔষধ মজুদ, প্রদর্শন, বিক্রয় বা রোগীকে ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে সেবনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন, বা

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বিধি মোতাবেক যোগ্যতা সূচক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিবন্ধিত চিকিৎসক ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা ইঙ্গিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান করেন, বা

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইয়াও ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা প্রদান বা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে শিক্ষকতা, চিকিৎসা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড অথবা নগদ ০১ (এক) লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) ৩৮ ধারার (১), (৩), (৪), (৫), (৬) উপধারার ব্যত্যয় ঘটালে উক্ত অপরাধ সংঘঠনের দায়ে তিনি সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড অথবা নগদ ০১ (এক) লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৪৩। ডিগ্রির নিষিদ্ধ অনুকরণঃ

(১) এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন ব্যক্তিই ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিবার অধিকার দিয়া এমন কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সনদ প্রস্তাব মঞ্জুর বা ইস্যু করিতে পারিবে না যাহা ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সনদের সদৃশ হয় বা রঙিন অনুকরণ করা হয় বা সমমান বা সমমর্যদা বুঝায়।

(২) এই আইনের তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বীকৃতিবিহীন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্যারামেডিকেল সনদ, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি সনদ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) ৪৩ (১) (২) ধারার বিধান যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে লঙ্ঘণ করুক না কেন উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্বোচ্চ নগদ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা ৩ (তিন) বছরের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে শাস্তিযোগ্য হইবেন।

৪৪। অপরাধ গঠন, ইত্যাদিঃ-

(১) সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত এজাহার ছাড়া এই আইনের অধীন কোন আদালতেই কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালতে এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের বিচার করা যাইবে না।

(৩) ৩৮ ধারার (১), (৩), (৪), (৫), (৬) উপধারার, ধারা ৪১, ৪২ এবং ৪৩ এর অপরাধসমূহ জামিন অযোগ্য ও আপোষ অযোগ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৪৫। স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ও দক্ষতা বজায় রাখাঃ-

(১) সরকার, বোর্ড, কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে;

(২) কাউন্সিল ও সরকারের অনুমোদন নিয়ে দাপ্তরিক গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যেকোন বিদেশী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া যাইবে;

৪৬। স্বীকৃতি প্রত্যাহারঃ-

(১) বোর্ড পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনপূর্বক তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে;

(২) বোর্ড, রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য উপযুক্ত কর্মচারী সময়ে সময়ে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া বোর্ডে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

৪৭। কোর্স ও কোর্সের স্থায়িত্বঃ

(১) সরকার বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এই আইনের মাধ্যমে বিধিমালা মোতাবেক পরিচালিত চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি (বিইউএমএস-ব্যাচেলর অব ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী) একাডেমিক কোর্সের স্থায়িত্ব হইবে ৫(পাঁচ) বছর এবং ইন্টার্নশীপ ১(এক) বছরসহ মোট ৬(ছয়) বছর; এই মেডিকেল স্নাতক কোর্সের মান একাডেমিক ভাবে স্নাতক (সম্মান) বা এমবিবিএস সমমান হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক পরিচালিত ডিইউএমএস/ডিএএমএস একাডেমিক শিক্ষা কোর্সের মোট স্থায়িত্ব হইবে ৪(চার) বছর এবং ইন্টার্ণশীপ ৬(ছয়) মাসসহ মোট ৪ বছর ৬ মাস মেয়াদী;

(৩) সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ এবং ০৩ (তিন) বছরের প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডিইউএমএস/ডিএএমএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসকগণ বিইউএমএস/বিএএমএস কোর্সে ভর্তি হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন; যাহার শর্তাদি ও প্রক্রিয়া সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(৪) তাছাড়াও, বোর্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিষয়ে যোগ্য জনশক্তি সৃষ্টি করিবার লক্ষ্যে ন্যূনতম ১(এক) বছর বা তদুর্ধ মেয়াদী ফার্মেসী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করিবে। এইরূপ কোর্সের স্থায়িত্ব ও বিষয়সমূহ সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(৫) সরকার বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এ আইনের দ্বারা পরিচালিত বিইউএমএস/বিএএমএস কোর্সে অধ্যয়নকৃত বিষয়সমূহে মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি), মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ (এমপিএইচ), মাস্টাস্ অব হেলথ ইকোনোমিক্স (এমএইচই), ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি), মাস্টাস্ অব ফিলোসফি (এমফিল), ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি), আলট্রাসনোগ্রাম, রেডিওলজি ও ইমেজিং, এনেসথেসিয়া, স্নাতকোত্তর কোর্স হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৪৮। ভর্তির যোগ্যতাঃ

বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে সময়ে সময়ে নির্ধারণ করা হইবে;

৪৯। পরীক্ষাঃ

(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনের অধিকার দিয়া ডিপ্লোমা বা মেডিকেল স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা অন্য কোন কোর্সের সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর অন্তত একবার বা সংশ্লিষ্ট কোর্সের নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার শুধুমাত্র ঐ সমস্ত প্রার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে যাহারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সরকার বা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোর্স সম্পন্ন করিবার জন্য ভর্তি হইয়াছেন।

৫০। পরীক্ষা কমিটিঃ

(১) এই আইনের অধীন বোর্ডের প্রস্তাব মোতাবেক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবর্ষ ভিত্তিক একটি পরীক্ষা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে ডিপ্লোমা কোর্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) মেডিকেল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের পরীক্ষাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে;

(৩) বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষাসমূহ বোর্ড ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে;

(৪) বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলি ও প্রবিধিমালার আলোকে পরীক্ষার দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত সকল প্রকার নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(৫) পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম প্রবিধিমালা ও নিয়মাবলির শর্তানুযায়ী সম্পন্ন হইবে।

৫১। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকঃ

সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বোর্ড একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করতে পারে যিনি পরীক্ষা কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুপস্থিতে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/সহকারী উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫২। জরুরী কাগজপত্র এবং নিবন্ধনবহি বা রেজিস্টারসমূহ সরকারি দলিল হিসাবে গণ্য হইবেঃ

কাউন্সিল ও এতদসংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সকল কার্যবিবরণী এবং তৎসহ এর অধীন সৃষ্ট নথিসহ এতদসংশ্লিষ্ট নথিসমূহ, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর অধীন সরকারি দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। বোর্ড ও কাউন্সিল কর্তৃক মঞ্জুরী, সাহায্য, ফি, ইত্যাদিঃ

মঞ্জুরী, সাহায্য ও ফিসহ বোর্ড ও কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সকল অর্থ এই আইনের অধীন নিয়মাবলি ও বিধিমালা অনুসারে এই বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হইবে।

৫৪। পেশাজীবী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষক ও চিকিৎসকদের সংগঠন এবং কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনঃ

(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক উন্নয়ন, কার্যক্রম ও পরিকল্পনায় সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনে এই আইনের অধীন নিবন্ধিত শিক্ষক ও চিকিৎসকদের সমন্বয়ে ১(এক)টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পেশাজীবী সংগঠন থাকিবে। এইরূপ পেশাজীবী সংগঠনের কার্যক্রম গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও কর্মপরিধি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে কর্মরত ও অনুমোদিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মচারীদের উন্নয়নে ও ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের জন্য একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হইবে এইরূপ কল্যাণ ট্রাস্টের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও কর্মপরিধি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধিমালামতে নিয়ন্ত্রিত হইবে। বোর্ডের রেজিস্ট্রার পদাধিকার বলে কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব বা সম্পাদক হইবেন এবং নির্বাহী প্রধান হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

৫৫। বোর্ডের এবং কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণঃ

(১) বোর্ড এবং কাউন্সিল কর্তৃক যদি এমন কিছু করা হয় বা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয় যাহা এই আইনের বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা যে কোনভাবে উহা জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া সরকারের ধারণা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা-

(ক) কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(খ) উক্ত কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে; বা

(গ) উক্ত বোর্ড এবং কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত বা আদেশ নির্বাহ স্থগিত করিতে পারিবে; বা

(ঘ) প্রস্তাবিত যে কোন কাজ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে; বা

(ঙ) নির্ধারিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত রাখিবার জন্য বোর্ড এবং কাউন্সিলকে বাধ্য করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
নিয়মাবলি ও বিধিমালা

৫৬। হিসাব ও নিরীক্ষাঃ

বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বছর বোর্ড ও কাউন্সিলের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

৫৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ

(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা :-

(ক) যে সময় ও স্থানে এবং যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) যে পদ্ধতিতে শূন্যপদ পূরণ করা হইবে;

(গ) তালিকা ও রেজিষ্টারের ফরম এবং উহাতে বিস্তারিত যেসকল তথ্য প্রবেশ করাইতে হইবে;

(ঘ) ছাত্র ভর্তি, নিবন্ধন ও চিকিৎসক নিবন্ধন নবায়ন, শিক্ষক নিবন্ধন ও অতিরিক্ত যোগ্যতার জন্য রেজিষ্টারে পরিবর্তন, নাম পুনঃঅন্তর্ভুক্তি এবং রেজিষ্টারে অন্যান্য বিষয় পরিবর্তনের জন্য আরোপযোগ্য ফি;

(ঙ) যে উদ্দেশ্যে বোর্ড এবং কাউন্সিল কর্তৃক ফি গৃহীত হইয়াছে উহা সরবরাহ করিতে হইবে;

(চ) এই আইনের অধীন প্রয়োজন হইতে পারে এমন অন্য যে কোন বিষয়ে।

৫৮। প্রবিধি তৈরির ক্ষমতাঃ

নিম্নোক্ত বিষয়ে বোর্ড এবং কাউন্সিল এই আইনের বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন প্রবিধিমালা প্রণয়ন করিবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করিবে; যথা :-

(১) প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতাসূচক পরীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম বা কোর্স কারিকুলাম;

(২) যে ভাষা বা ভাষাসমূহে পরীক্ষা পরিচালনা করা হইবে এবং পাঠ দেওয়া হইবে;

(৩) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নিয়মাবলি;

(৪) যে শর্তাবলির অধীন প্রার্থীগণ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হইবে এবং যোগ্যতাসূচক ও অন্যান্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে;

(৫) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মচারীদের পদ সংখ্যা নির্ধারণ, নিয়োগ পদোন্নতি ও বদলির জন্য শর্তাবলি ও বেতন ভাতা নির্ধারণ;

(৬) শিক্ষাদানকারী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য করণীয়;

(৭) যে সময় ও স্থানগুলিতে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(৮) বোর্ড এবং কাউন্সিল যে সকল উপাধি, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সনদ প্রদান ও মঞ্জুর করিবে;

নবম অধ্যায়
দায় মুক্তি

৫৯। দায়মুক্তিঃ

এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধিমালা বা নীতিমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কিছু করা বা করার ইচ্ছার জন্য সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, বা আইনী কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

৬০। রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

(১) 'দি বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩' অত:পর অধ্যাদেশ হিসেবে অভিহিত এবং অধ্যাদেশের অধীন উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ''বোর্ড-অব-ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক সিস্টেম-অব-মেডিসিন'' এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

(২) উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল হইবার পর-

(ক) বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত বোর্ডের সকল সম্পদ, পরিসম্পদ, স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, নথিপত্র এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও ব্যাংক ব্যাল্যান্স, তহবিলসমূহ এবং এইরূপ সম্পত্তি হইতে উদ্ভুত অন্যান্য সকল স্বার্থ ও স্বত্ব তাৎক্ষণিকভাবে এই আইনে প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইল;

(খ) বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা ও আইনী প্রক্রিয়া এই বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(গ) চুক্তি বা সমঝোতার অথবা চাকরির শর্তাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত বোর্ডের সকল কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে এই বোর্ডে বদলি হইবেন এবং উক্ত বিলুপ্ত বোর্ডের চাকরির যে শর্তাবলি অনুসারে নিয়োগ পাইয়াছিলেন সেই শর্তাবলিতেই এই বোর্ডের কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হইবেন; যদি না এই বোর্ড কর্তৃক এইরূপ শর্তাবলি তাহাদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া পরিবর্তন করা হয়; এবং

(ঘ) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ও শিক্ষক এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

৬১। বিদেশী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকার গেজেট বিজ্ঞপ্তিঃ

সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কাউন্সিল এবং বোর্ড প্রতিবছর নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এবং দেশীয় হোমিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত বিদেশী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ এবং প্রচার করিবে।

৬২। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক রিসার্চ কাউন্সিলঃ

ক) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা ''বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক রিসার্চ কাউন্সিল **(বিইউএআরসি)** নামে পরিচিত হইবে;

খ) গবেষণা কাউন্সিল এই আইনের বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক নয় এমন প্রবিধিমালা প্রণয়ন করিবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৬৩। প্রচলিত আইনের প্রয়োগঃ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধিক্ষেত্রভুক্ত নয় অথচ 'দি বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩' এর ধারায় বর্ণিত আছে- এমন কর্তব্য, কর্মকান্ড, দায় ও দায়িত্ব প্রচলিত বা পূর্ব প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসারে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৬৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশঃ

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।